

ঘাটালে বিজেপির উত্থান দিবস পালন



নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল : পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির উত্থান দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে বৃহৎপতিবার বিজেপির বিক্ষোভ, মিছিল ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়। ওড়িশা রাজ্যের ব্রুক ব্রুক বিডিও অফিসে অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তেরুমাই ঘাটাল মহকুমার ব্রুক ব্রুক পালিত হয় বিজেপির উত্থান দিবস। মহকুমার ঘাটাল, দাসপুরের দুটি ব্রুক-সহ

চন্দ্রকোনার দুটি ব্রুকও বিজেপির তরফে ব্রুক বিডিওদের ডেপুটেশন দেওয়া হয় ১৩ দফা দাবিতে। চন্দ্রকোনার দুটি ব্রুক কয়েকশো কর্মী সমর্থকদের নিয়ে চন্দ্রকোনা শহর ও ১ নম্বর ব্রুকের ক্ষীর পাইয়ে মিছিল করে বিডিওদের হাতে ডেপুটেশন পত্র তুলে দেওয়া হয়। চন্দ্রকোনা ২ ব্রুক বিডিও অফিসের সামনে এক যাত্রা রাস্তা বন্ধ রেখে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। চন্দ্রকোনা ২

নম্বর ব্রুক ডেপুটেশন মিছিলে নেতৃত্ব দেন চন্দ্রকোনা বিধানসভার পর্যবেক্ষক দীপক প্রামাণিক, জেলা সংখ্যালঘু মোর্চা নেতৃত্ব মহেশ্বর সেলিম-সহ ব্রুকের সকল মতলব কমিটির সভাপতিরা। এদিন বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভকে ঘিরে মোতামেন করা হয় পুলিশ। চন্দ্রকোনা ২ ব্রুকের বিডিও শাশত প্রকাশ দাখিড়ী-র হাতে ১৩ দফা দাবি সন্মিলিত ডেপুটেশন পত্র তুলে দেন এই

ব্রুকের দক্ষিণ মন্তল কমিটির বিজেপি সভাপতি স্বরূপ মজুমদার। তিনি বলেন, বৃহৎপতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির উত্থান দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে বিজেপির ডেপুটেশন, অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। সেই নাহে আমরাও চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্রুক বিজেপির তরফে ১৩ দফা দাবি নিয়ে মিছিল করে বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত প্রকল্প স্বচ্ছতার সাথে বাস্তব রূপায়ণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের টাকায় তৃণমূল সরকারের নেতাদের মাতব্বরী বন্ধ করতে হবে। ত্রেমু নিয়ে পৌরসভা ও অঞ্চলগুলির কোনও উন্নয়ন নেই। অঞ্চল ব্রুক কেন্দ্র প্রকল্পে চিত্তার বিপর্যয় নিয়েও বিডিওকেই উন্নয়নী হতে হবে স্বাস্থ্যদপ্তরকে সাথে নিয়ে। এলাকার বাসি খাদানগুলির সরকারি অনুমোদনের আগে বাস্তবতা খতিয়ে দেখে তার অনুমোদন দিতে হবে। সাময়িক পঞ্চায়েত নির্বাচন আছে নির্বাচনে প্রশাসন যাতে নিরপেক্ষ হয়ে পুলিশ। চন্দ্রকোনা ২ ব্রুকের সর্ধক তুমিকা পালন করে সেই আবেদনের গ্রাফা হয় বিডিওকে। উনি সমস্ত দাবিও শোনেন।



নন্দীগ্রাম থানার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল তাহলিগু ফুটবল প্রতিযোগিতা। নিজস্ব চিত্র

নিখোঁজ যুবক উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পট্টাশপুর : বুধবার এক অপহৃত যুবককে উদ্ধার করল পট্টাশপুর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, অপহৃত যুবকের নাম অরুণ দাস (৩০)। বাড়ি পট্টাশপুর থানার সারদাবাড়ি গ্রামে। এদিন ওই যুবককে কাঁচি বিচারক গোপাল জবানবন্দি গ্রহণ করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অরুণ দাস নামে এক যুবককে বাড়ি সারদাবাড়ি থেকে সারদাবাড়ি বাজারের নিখোঁজ করা হয়। পরিবারের লোকেরা খব খোঁজাছুঁড়ি সত্ত্বেও তাঁর দেখা না

মেলায় ২৪ ডিসেম্বর পট্টাশপুর থানায় তাঁর স্ত্রী শান্তী দাস অপহরণের লিখিত অভিযোগ করেন। পুলিশ জানিয়েছে, কোর্ট থেকে তাঁরা অস্থায়ী জামিনও নিয়ে নেন। পুলিশ তদন্তে নেমে এলেন সকালে সারদাবাড়ি থেকে উদ্ধার করে এ যুবককে। জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে পুলিশ জানতে পেরেছে যে, অরুণ দাসের কাবের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

হলদিয়ায় ইলিশ মাছ সংরক্ষণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত হল এক জনচেতনামূলক কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া : ইলিশ মাছ সংরক্ষণের ব্যাপারটা নিয়ে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালিত হল হলদিয়া ব্রুক। কিশ্ব 'খোকা ইলিশ' বিক্রি বন্ধ সচেতনতা অভিযানের পরেও হলদিয়ার ব্রুকলাচারের মতো বিক্রয় নির্বাহী। সম্প্রতি মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে হলদিয়া ব্রুক অফিস থেকে 'ইলিশ মাছ রক্ষা করুন' এই ব্যানারকে সামনে রেখে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। বিভিন্ন সড়ক ঘুরে সেই শোভাযাত্রা শেষ হয় ব্রুকলাচার বাজার হয়ে ব্রুক কার্যালয় চত্বরে এসে। নানান ব্যানারে 'খোকা ইলিশ বিক্রি নাই, বড় ইলিশ কটাছি তই', 'হেট ইলিশ বইতে মানা, পড়লে ধরা জরিমানা', 'খোকা ইলিশ রীপতে মানা, ঘরে ঘরে পুলিশ হানা', 'বাঁচলে হেট ইলিশ, মিললে তবে বড় ইলিশ' এই স্লোগানগুলি শোভা পেয়েছে। ব্রুকলাচার বাজারের সামনে একটি পথসভাও করা হয়। পরে

'আম্বা' প্রকল্পে একদিবসীয় আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) রামকৃষ্ণ সর্দার, হলদিয়া পঞ্চায়েত সন্থিতের সভাপতি যুগ্মমণি সাহ, ব্রুক মৎস্য সম্প্রসারণ আঞ্চলিক সুমন কুমার সাহ, হলদিয়ার বিডিও রাজর্ষি নাথ ও কৃষি কর্মাধ্যক্ষ কেপ্তেসান জানা প্রমুখ। উপস্থিত বক্তারা বলেন, ইলিশ আমাদের সম্পদ। খোকা ইলিশ ধরে আমাদের সম্পদকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এই ধরণের ইলিশ মাছ শিকার আমাদের বন্ধ করা উচিত। রাজা সরকার এই নিয়েযোগা রাখা সত্ত্বেও এই ধরণের ইলিশ বাজারে বিক্রি হচ্ছে। শুধু ধরেই না, ইলিশ মাছ বিক্রি ও কেনা উই-ই নিষিদ্ধ। ইলিশ শিকার রোধে সরকারি প্রশাসন যে প্রচার চালাচ্ছে তাতে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় ব্যক্তিরা।



হলদিয়া বিখ্যাত ইলিশের উদ্যোগে বৃহৎপতিবার তৈরীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিখার অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ ভারত অভিযান সফল করতে সাহায্য অভিযান চালালে হয়। নিজস্ব চিত্র

দিঘা চক্রের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা



নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা : বৃহৎপতিবার দিঘা চক্র ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হল দিঘা বিদ্যাভবন হাইস্কুল মাঠে। দিঘা চক্র

জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশান্ত পাল, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ভাস্করী শৌভ, দিঘা চক্রের এস আই পিটু ভট্টাচার্য, প্রাক্তন এস আই মোহনলাল সাই, দিঘা বিদ্যাভবন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রঞ্জন দাস প্রমুখ। এদিন দিঘা চক্রের ৬টি অঞ্চলের মোট ২০০ জন প্রাথমিক পড়ুয়া দৌড়, ফা জাম্প, হাই জাম্প-সহ মোট ২৮টি ইভেন্টে যোগ দেয়। শিক্ষক শাস্ত্রী কুন্তু বলেন, খেলা শেষে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও শংসা পত্র তুলে দেওয়া হয়। খেলায় প্রথম স্থানায়িকারীরা আগামী ৪ ডিসেম্বর কাঁথির অরবিন্দ স্টেডিয়ামে মহকুমার্ত্তরের প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে।

চন্দ্রকোনা ব্রুকের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল : ব্রুক হল ব্রুক স্পোর্টস। চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্রুকের অন্তর্গত প্রাথমিক, নিম্ন মুনিয়ে বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে নিয়ে ব্রুক স্পোর্টস আয়োজন হয়। স্পোর্টস পরিচালনা করে চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্রুক ক্রীড়া কমিটি। ব্রুক স্পোর্টসের মোট ২৮টি ইভেন্ট নিয়ে ১৬৬৩টি স্কুলের ১৭৬ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। তৃতীয় বর্ষে পার্শ্ব করলো চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্রুক স্পোর্টস। এদিন উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন ব্রুকের বিডিও শাশত প্রকাশ দাখিড়ী, চন্দ্রকোনা ২ নম্বর চক্রের এসআই সৌমেন মন্তল। পতাংকা উড্ডোলন, উদ্যোমী সংগীত, অতিথি বরণের উপলক্ষে গুরু হয় ব্রুক স্পোর্টস।



অঞ্চল স্তরে হওয়া প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানায়িকারীরা ব্রুক অংশগ্রহণ করে ব্রুক থেকে প্রথম স্থানায়িকারীরা জেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাই। পরবর্তী ক্ষেত্রে জেলা থেকে রাজ্যস্তরে অংশগ্রহণের সুযোগ পাই। এদিন ব্রুকের ৭টি ইউনিটের ১৬৬৩টি স্কুলের মোট ২৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। ব্রুক থেকে জেলায় অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগিতা কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং রাজ্যস্তরেও অংশগ্রহণ করেন এমন৩টি আশাবাদী ব্রুক ক্রীড়া কমিটির সভাপতি সোবানি মলিক।

সাজছে দোকান, চলছে কাজও, শুধু দেখা নেই ক্রেতার ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে মার খাচ্ছে কামার শিল্প

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : ব্যাজার পরিবর্তনের পর, রাতে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও উন্নত করার জন্য ব্রুক পল্লীকে নিয়েছে রাজ্য সরকার। সরকারি উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এমনকী ব্রুক স্তরেও মেলায় মধ্যমে শ্রমের ব্যবস্থা করে বিভিন্ন ক্ষুদ্র কুটির শিল্পকে ওরুধ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। হারিয়ে যাওয়া বা হারিয়ে যেতে বসা বিভিন্ন শিল্পকে এমন কোনও সরকারি সাহায্য বা ভাতার ব্যবস্থা নেই কিংবা যাদের শিল্প বাঁচানোর তাগিদে সরকারের সেই হাত কামার শিল্পে পড়ে নি বলে দাবি কামারশিল্পীদের। তাঁদের দাবি, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প হলেও, কারিক পরিষ্কারের ধারা এই শিল্পকে আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি। তবুও কেন সরকারের দৃষ্টি আমাদের ওপর পড়ছে না তা আমরা বুঝতে পারছি না। রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন ব্রুক যেমন নারায়ণপড়, দাঁতন, কেশিয়াড়ি-সহ বিভিন্ন এলাকার কামারশিল্পীরা আজ ঠিক এই দাবিই তুলেছেন। তাঁরা বলেন, জমের পর থেকেই আমরা দেখেছি আমাদের বাড়িতে এই শিল্পকে কেন্দ্র করে জীকিত নির্বাহ হচ্ছে আমাদের পরিবার। আর সেই কারণেই আমরা এই কাজ শিখতে বাধ্য হয়েছি। তবে বিগত দিনে আমাদের বাপ, ঠাকুরদারা এই শিল্পকে কেন্দ্র করে জীকিত নির্বাহ করলেও আজ তা যে অসম্ভব হয়ে

পড়ছে আমরা তা হাতে হাতে টের পাচ্ছি। তবু অসহায় আমরা কারণ শুধু এই কাজই আমরা জানি আর এই কাজের ওপরে নির্ভর করেই আমাদের জীবন যাপন করতে হবে। এই কথা জানা সত্ত্বেও উদ্যোগীরা। তাদের অভিযোগ বিভিন্ন ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের জন্য সরকারি যাদের ব্যবস্থা রয়েছে এবং তার জন্য বিশেষ ছাড়ও দিচ্ছে সরকার, কিন্তু কামার শিল্প বা শিল্পীদের জন্য কোনও সরকারি সাহায্য বা ভাতার ব্যবস্থা নেই কিংবা যাদের শিল্প বাঁচানোর তাগিদে সরকারের সেই হাত কামার শিল্পে পড়ে নি বলে দাবি কামারশিল্পীদের। তাঁদের দাবি, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প হলেও, কারিক পরিষ্কারের ধারা এই শিল্পকে আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি। তবুও কেন সরকারের দৃষ্টি আমাদের ওপর পড়ছে না তা আমরা বুঝতে পারছি না। রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন ব্রুক যেমন নারায়ণপড়, দাঁতন, কেশিয়াড়ি-সহ বিভিন্ন এলাকার কামারশিল্পীরা আজ ঠিক এই দাবিই তুলেছেন। তাঁরা বলেন, জমের পর থেকেই আমরা দেখেছি আমাদের বাড়িতে এই শিল্পকে কেন্দ্র করে জীকিত নির্বাহ হচ্ছে আমাদের পরিবার। আর সেই কারণেই আমরা এই কাজ শিখতে বাধ্য হয়েছি। তবে বিগত দিনে আমাদের বাপ, ঠাকুরদারা এই শিল্পকে কেন্দ্র করে জীকিত নির্বাহ করলেও আজ তা যে অসম্ভব হয়ে

ব্যবার হেঁড়ে দিচ্ছে। আর তাইই প্রত্যক পড়ছে আমাদের শিল্পে। তবে আধুনিকতার অগ্রগতিতে তো রোধ করা যায় না। তার মাঝেও যদি সরকারি আমাদের ওপর একটু দৃষ্টিপাত করত, তাহলে আমরাও সঠিকভাবে জীবনযাপন করতে পারতাম। ঠিক একই কথা বলেন আরও এক কামার শিল্পী ভগবান রানা। তিনি বলেন, আধুনিকতার অগ্রগতি হলে হলে আমাদের এই কামার শিল্প আগে আউট, আমন, বোরো এই তিন মরসুমে কাতে বিক্রি করেই পেতে চলে তাত এখন তো তাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ, মেশিনে ধানের কাজ শেষ করে দিচ্ছে চাষিরা। তিনি আরও বলেন, আমাদের এই এলায়ায় বেশ কয়েকটি পরিবার এই শিল্পকে কেন্দ্র করে জীকিত নির্বাহ করত। এখন আমাদের এই দুটি পরিবার ছাড়া বাকিরা এই কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। নারায়ণপড় এবং কেশিয়াড়ি ব্রুকের বিভিন্ন কামারশিল্পীদের সাথে কথা বলে ঠিক একই অভিজ্ঞতা ই হল। তাঁদের দাবি, শিল্প তথা তাঁদের এই ব্যবসার রক্ষণ অবস্থা। তাড়াহাড়ি যদি সরকার কোনও পল্লীকে কিংবা উদ্যোগ না দেয়, তাহলে শিল্প তো বিলুপ্ত হয়েই। পাশাপাশি বিপন্ন হবে তাঁদের জীবন। প্রত্যেকেরই দাবি, হাল ধরক সরকার। পুরানো সঠিক গতিতে ফিরে আসুক তাঁদের এই শিল্প। বেঁচে থাক গতি হা হা হা কামারশিল্পী।

পথদূর্ঘটনায় সাইকেল আরোহীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক : বুধবার রাতে তমলুক থানার অন্তর্গত ভাজার বেড়িয়ার কাছে ৪১ নং জাতীয় সড়কের উপর এক সাইকেল আরোহীকে পিষে দিয়ে মরে যায় একটি লরি। মৃত কার্তিক মাইতি মরনা ব্রুকের মৈনেশপুর এলাকার বাসিন্দা। কাজ সেরে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ঘোরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে।